بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২০শে জুন, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে মক্কা বিজয়াভিযানের প্রেক্ষাপট সবিস্তারে উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, মক্কার যুদ্ধাভিযান যাত্রা করার পূর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, একজন সাহাবী অনিচ্ছাকৃতভাবে কুরাইশের কাছে মহানবী (সা.)-এর পরিকল্পনা জানাতে যাচ্ছিলেন। তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে তিনি উল্লেখ করেন, মহানবী (সা.) হয়ত মক্কাভিমুখে যাত্রা করতে যাচ্ছেন এবং তাঁর সাথে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী থাকবে। চিঠিটি এক মহিলার হাতে দেওয়া হয়, যিনি সাধারণ পথ রেখে ভিন্ন পথে মক্কা যাচ্ছিলেন। মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়টি অবহিত করলে তিনি হযরত আলী (রা.)সহ আরো দু'জন সাহাবীকে নির্দেশ দিয়ে পাঠান তারা যেন সেই মহিলাকে অনুসরণ করে সেই চিঠিটি উদ্ধার করেন। তাঁর বর্ণনানুযায়ী তারা সেই মহিলাকে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গা **'রওযায়ে খাখ'** নামক স্থানে খুঁজে পান। তাকে সেই চিঠি দেওয়ার কথা বললে প্রথমে সে অস্বীকৃতি জানালেও পড়ে কিছুটা কঠোর হলে (বুখারীর ভাষ্য অনুযায়ী) সে তার মাথার চুলের খোঁপা থেকে সেই চিঠিটি বের করে দেয়। সেই মহিলা সহ যখন চিঠিটি মহানবী (সা.)-এর কাছে আনা হয়, তখন মহানবী (সা.) সেই চিঠির লেখক সাহাবী হযরত হাতেব বিন আবী বালতা (রা.)-কে এই চিঠি লেখার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হাতেব (রা.) জানান, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্যে একাজ করেন নি, বরং তিনি চেয়েছিলেন মক্কাবাসীরা যেন তার এই অনুগ্রহের কারণে তার পরিবারের সুরক্ষা করে। মহানবী (সা.) তার কথা সত্য মেনে নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। হযরত উমর (রা.) সেই সাহাবীকে হত্যা করার অনুমতি চাইলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হাতেব কী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি? যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **তোমাদের যা ইচ্ছা করো, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব।** অথবা আল্লাহ্ বলেছেন, **আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।** তখন হযরত উমর (রা.) অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন এবং বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সবচেয়ে বেশি জানেন।

এরপর মহানবী (সা.) মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই যাত্রা দশম রমযানের শেষের দিকে শুরু হয়। কিন্তু মুসনাদ আহমদ-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) ২য় রমযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজরও এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে মুহাজির, আনসার এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকসহ প্রায় ৭,৪০০ জন সাহাবী ছিলেন। পথে আরো মানুষ যুক্ত হতে থাকে। বিভিন্ন পুস্তকের ভাষ্য অনুযায়ী মক্কা পৌঁছতে পৌঁছতে এই সংখ্যা বারো হাজারে গিয়ে উপনীত হয়। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকে দশ হাজারের উল্লেখ পাওয়া যায় যা অধিক সঠিক মনে হয়। এই সফরে মহানবী (সা.)-এর সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন। তবে, কোনো কোনো বর্ণনা মতে হযরত উম্মে মায়মুনা (রা.)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার এই সফরে সাহেবযাদী হযরত ফাতেমা (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেহেতু রমযান ছিল, এজন্য মহানবী (সা.) প্রথমদিকে কয়েকদিন রোযা রাখেন এবং এরপর পুরো মাসে আর রোযা রাখেন নি এবং অন্যান্য সাহাবীকেও তিনি রোযা না রাখার নির্দেশ দেন।

মহানবী (সা.) পথিমধ্যে একটি কুকুরকে তার বাচ্চাদের দুধ পান করাতে দেখেন। তিনি (সা.) একজন সাহাবীকে নির্দেশ দেন তিনি যেন সেই কুকুর ও বাচ্চাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, যাতে সৈন্যবাহিনী তাদের বিরক্ত না করে। এতে পশুদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর সহানুভূতির বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। মহানবী (সা.) গুপ্তচরদের আটক করার জন্য মুসলিম বাহিনীর একটি অশ্বারোহী দলকে অগ্রে প্রেরণ করেছিলেন। তারা বনু হাওয়াযিনের এক গুপ্তচরকে ধরে আনেন। সে মহানবী (সা.)-কে জানায়, হাওয়াযিনরা মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক। তিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন সেই গুপ্তচরকে আটকে রাখেন যাতে সে লোকদেরকে মুসলমান সেনাদলের বিষয়ে কোনো আগাম সংবাদ দিতে না পারে।

মুসলমান বাহিনী কুদাইদে পৌঁছানোর পর মহানবী (সা.) তাদের জন্য পতাকা প্রস্তুত করেন এবং গোত্র অনুযায়ী মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে বিন্যাস করেন। প্রত্যেক গোত্র থেকেই তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই অভিযানে হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারিস, তাঁর পুত্র জাফর এবং আবদুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়া বিন মুগিরা ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু সুফিয়ান ছিলেন মহানবী (সা.)-এর চাচাতো এবং দুগ্ধভ্রাতা। তিনি ও তাঁর পুত্র শুরুতে মহানবী (সা.)-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। এজন্য তারা মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে দেখা করার সাহস পাননি। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা আবদুল্লাহ্ বিন উমাইয়ার বোন ছিলেন। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, আপনার চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান এবং ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ আপনার সাথে দেখা করতে আগ্রহী। তিনি (সা.) বলেন, কোনো প্রয়োজন নাই। আমি তাদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছি না। আমার চাচাতো ভাই তো আমার অসম্মান করেছে, আমার বিরুদ্ধে অবমাননাকর কবিতা লিখেছে। আব্দুল্লাহ্ও তো মক্কায় সর্বপ্রকার যুলুম অত্যাচার করেছে। আবু সুফিয়ান বিন হারেস যখন মহানবী (সা.)-এর উক্ত কথা জানতে পারে তখন সে আবেগের বশবর্তী হয়ে বলে, যদি মহানবী (সা.) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হন এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ না করেন তবে তিনি ও তার পুত্র মরুভূমিতে চলে যাবেন এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মারা যাবেন। একথা শুনে মহানবী (সা.)-এর মন গলে যায় এবং তিনি (সা.) তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর তখনই তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামগ্রহণের পর আবু সুফিয়ানের সকল কবিতা মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় নিবেদিত হয়। মৃত্যুর আগে তিনি বলেন, কেউ যেন তার জন্য কান্নাকাটি না করে, কারণ ইসলামগ্রহণের পর তিনি আর কোনো পাপের ধারেকাছেও যাননি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়া বিন মুগিরা (রা.)-র নাম ছিল হুযায়ফা ছিল। তিনি মহানবী (সা.)-এর ফুফু আতিকার ছেলে ছিলেন। ইসলামগ্রহণের পর তিনি হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নেন এবং পরবর্তীতে তায়েফ অভিযানে একটি তীরের আঘাতে শাহাদতবরণ করেন।

মহানবী (সা.) যখন মক্কা অভিমুখে যাত্রা করছিলেন তখন হযরত আব্বাস (রা.)ও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে জুহফায় এসে মিলিত হন এবং সেখান থেকে নিজের মালপত্র মদীনায় পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি (রা.) স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর চাচা ছিলেন এবং বয়সে তাঁর চেয়ে ২/৩ বছরের বড়ো ছিলেন। তার পুত্র ফযল বিন আব্বাসের কারণে তিনি আবুল ফযল ডাকনামে সুপরিচিত ছিলেন। হযরত আবু তালেবের পর **'সিকায়া'** অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানো তার দায়িত্বে ছিল। তিনি (রা.) হুনাইনের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৩২/৩৩ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আব্বাস (রা.) বদরের যুদ্ধের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে মহানবী

(সা.)-এর হিজরতের পরও তিনি মক্কায় থেকে যান যেন তিনি মহানবী (সা.)-কে মক্কার গোপন সংবাদ পৌঁছাতে পারেন।

হযরত আবু বকর (রা.) মক্কা বিজয় সম্পর্কে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, **তারা মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাদের নিকটে আসে। আমরা যখন এর নিকটবর্তী হই তখন সে শুয়ে পড়ে এবং তার থেকে দুধ বের হতে থাকে। মহানবী (সা.) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, মক্কাবাসীদের শত্রুতা দূর হয়েছে এবং কল্যাণ নিকটবর্তী হয়েছে।** তারা তোমাদের আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তোমাদের আশ্রয়ে আসবে। এরপর তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, যদি তুমি আবু সুফিয়ানের মুখোমুখী হও তাহলে তুমি তাকে হত্যা কোরো না।

মদীনায় শতশত মুনাফিক থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর দোয়া এবং রণনৈপুণ্যের কারণে প্রায় চারশ' কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে দশ হাজার মুসলমান সৈন্যবাহিনী মক্কার মাত্র পাঁচ মাইল নিকটে পৌঁছে যাওয়ার পরেও মক্কাবাসীরা কিছুই টের পায়নি। কেননা, মহানবী (সা.) পূর্বেই এই দোয়া করেছিলেন, **"হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার সমীপে দোয়া করছি, তুমি মক্কাবাসীদের কানকে বধীর করে দাও এবং তাদের গুপ্তচরদের অন্ধ করে দাও, যেন তারা আমাদের দেখতে না পারে এবং তাদের কানে যেন আমাদের কোনো সংবাদ না পৌঁছে।"** মহানবী (সা.) এশার পর মক্কা থেকে ৫ মাইল দূরে **মাররুয যাহরানে** শিবির স্থাপন করে সাহাবীদের নির্দেশ দেন, তারা যেন দশ হাজার আগুনের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আহযাবের যুদ্ধ ছাড়া আরবের ইতিহাসে এত বড়ো সৈন্যদলের উল্লেখ আর পাওয়া যায় না। মক্কাবাসীরা যখন এই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা দেখে, তখনো তারা বুঝতে পারেনি যে, এটি মুসলমানদের কাজ বরং তারা আন্দাজ করছিল এরা হয়ত অমুক হবে কিন্তু পাশাপাশি তারাই আবার বলছিল, এরা তাঁরা নয়তো যাদের সম্পর্কে এরা ভাবছে। এদিকে মুসলমানরা মক্কার কিছু গুপ্তচরকে ধরে ফেলেন এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) তখন একটি দিব্যদর্শনে দেখেন, **আবু সুফিয়ান নিকটে আছে। তখন তিনি (সা.) কয়েকজন সাহাবীকে তার অবন সম্পর্কে অবহিত করেন যে, সে নিকটস্থ একটি উপত্যকায় আছে এবং তাকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। সাহাবীরা আবু সুফিয়ানকে ঠিক সেখানেই পেয়ে যান যেখানকার কথা তিনি (সা.) বলেছিলেন।** আবু সুফিয়ান বুঝতে পারার পর বিস্ময় প্রকাশ করে যে, এত বড়ো বাহিনী এসে গেলো, অথচ কেউ কিছুই টের পেলো না। হুযূর (আই.) বলেন, এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আগামীতেও বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) পুনরায় আমাদেরকে দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, যেমনটি আমি সর্বদা বলে আসছি দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তা'লা যেন বিশ্বকে নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করেন। সর্বত্র যে অবস্থা বিরাজ করছে আল্লাহ্ তা'লা যেন সে অবস্থার উন্নতি ঘটান। পরিস্থিতি যেন অধিক ধ্বংসের দিকে না যায়, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)